স্পট : ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

মেলায় মানুষ হাঁটে আর দেখে কেনে না...

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চলছে ১৩তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০০৮। রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে মেলা চলবে এক মাস। আয়োজকদের টার্গেট এবার মেলায় অন্তত পঞ্চাশ কোটি টাকার বাণিজ্য হবে। টার্গেট রয়েছে মেলায় অংশ নেওয়া ব্যবসায়ীদেরও। বেশি বিক্রির লক্ষ্যে সবাই নেমেছে ফ্রি ফিরিস্তির প্রতিযোগিতায়। ক্রেতা টানতে তারা অনুসরণ করছেন নানা কৌশল। মেলায় অংশ নিচ্ছেন বিদেশি ব্যবসায়ীরাও। সকালে লোক সমাগম কম হলেও বিকাল হলেই জমে ওঠে বাণিজ্য মেলা। ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা নিয়েই এবারের ২৪ ঘণ্টা। রিপোর্ট **ঝর্ণা রায়** ও **নোমান চৌধুরী** ছবি : **এম এ সালাম**

১৮ জানুয়ারি : সকাল ৯টা

৯:০০ : আগারগাঁও চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের পথ ধরে যাচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য বাণিজ্য মেলা। কিন্তু বাঁ দিকে তাকাতেই চোখ আটকে গেল কেন্দ্রের গেটে। অটোরিকশা থেকে নেমে পড়লাম। মূল সড়ক থেকে মানুষের লম্বা লাইন গিয়ে মিশেছে মেলা পর্যন্ত। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই এত সকালে কোথায় যাচ্ছে? বললেন, বাণিজ্য মেলায়। এত সকালে? হ্যাঁ, কারণ আজ শুক্রবার তো, তাই সবাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছে কেনাকাটায়। বললেন হলিক্রস বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা অনিতা গোমেজ। সকালেই মেয়েকে নিয়ে মেলায় এসেছেন। মেলার প্রথম গেট খোলা হয়েছে সকাল ৭টায়। তবে টিকেট কাউন্টার বন্ধ। একজন গেটের সামনে চেয়ারে বসে টিকেট বিক্রি করছেন। কয়েকজন নারী-পুরুষ বাইরে ঝাড়ু দিচ্ছে। দায়িত্বরত পুলিশও যে যার জায়গামতো বসে পড়েছে। শুক্রবারে বেশি বিক্রির আশায় ব্যবসায়ীরাও তড়িঘড়ি করে দোকান সাজাচ্ছেন।

৯:৩০ : মেলায় প্রবেশের জন্য রয়েছে দুটি পথ। দুটি পথেই দেখা গেল নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুরুষদের তল্লাশি করছে পুরুষ আর মহিলাদের মহিলা পুলিশ। মেটাল ডিটেক্টরের স্পর্শ ছাড়া কেউই ভেতরে ঢুকতে পারছেন না। দর্শনার্থীরা অবশ্য এতে বিরক্ত না। বোঝা গেল মোহাম্মদপুরের কায়সারের কথায়। তিনি বললেন, নিরাপত্তার দরকার আছে। জঙ্গি তো এখন আছে– কখন আবার কী করে বলা যায় না। ছুটির দিন বলে কেউ কেউ সারাদিন মেলায় কাটানোর পরিকল্পনা করে এসেছেন। সঙ্গে খাবার, মাঠে বিছিয়ে বসার চাদরসহ নানা আয়োজন।

সকালে লোক সমাগম কম থাকলেও, বিকেল থেকে মেলা জমে ওঠে

১০:০০ : নিরাপত্তার বাধা পেরিয়ে বাণিজ্য মেলা মাঠে পা দিতেই অনেককে দেখা গেল ভ্যাবাচেকা খেয়ে যেতে। ব্যাপার আর কিছুই না, কোন দিক থেকে মেলার স্টল দেখা শুরু করবে তা নিয়েই দ্বিধাদ্বন্দ্ব। তবে অন্য দর্শনার্থীদের ধাক্কায় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মোহ কাটতে বেশি সময় লাগে না। ভিড়ের চাপে একদিক না একদিকে চলতেই হয় লোকজনকে। ধাক্কায় ধাক্কায় চলে গেলাম মূল গেট থেকে ডানদিকের স্টলগুলোতে। 'হাইলি মিলেনিয়াম' স্টল। এখানকার ক্রেতা সবাই নারী। বাসন-কোসন কিনতে এসেছেন। সিলভারের পণ্য। তার ওপর ২০% ছাড়। যে কারণে দাঁড়ানোর তিলমাত্র জায়গা নেই। দুই গেটে দাঁড়িয়ে আছেন দুজন নিরাপত্তাকর্মী। একজন প্রবেশ করান দুজন দুজন করে। আরেকজন বের করেন। যারা বের হচ্ছেন তাদের হাতে দু-একটি করে পণ্য। পাশের ফার্নিচারের দোকান 'ফাইনাল টাচের' দশা ঠিক উল্টো। কোনও ক্রেতা নেই। তবে দাঁড়ানোর জায়গাও নেই। সবাই দেখছে, কিনছে না। এ কথা দোকানের ম্যানেজার আবুল কালামের। তিনি বলেন, এ বছর বেচাবিক্রি খুবই কম। সবাই দেখে যান, কেনেন না।

যাচাই-বাছাই করে ক্রেতারা কিনছেন তার শখের জিনিস

১১:০০ : দুই নম্বর গেটে দেখা গেল উৎসুক শিশুদের ভিড়। তাদের সবার দৃষ্টি ওপরের দিকে। আঙুল উঁচিয়ে তারা তাদের অভিভাবকদের কী যেন দেখাচ্ছে। আকাশের দিকে তাকাতেই রহস্য উদ্ধার হলো। এখানকার থাই পণ্যের প্যাভিলিয়নটির প্রবেশপথে ওপরের দিকে স্থাপন করা হয়েছে হিংস্র ভঙ্গিতে থাকা জোড়া ড্রাগন মূর্তি। এই প্যাভিলিয়নে রয়েছে–দশটি ছোট-বড় স্টল। ঢুকতেই ক্যামেরা দেখে কনসেপ্ট ফার্নিচারের সেলস্‌ম্যান বলল, 'ভাই ছবি তুইলেন না'।' কারণ জানতে চাইলাম। জানালো, মালিকের নিষেধ আছে। এখানকার স্টলের ব্যবসায়ীদের চিৎকারে ভেতরে থাকা যায় না। দর্শনার্থীদের মন কেড়েছে বাইরের ডেকোরেশন।

কেনাকাটা করতে এসেছেন বিদেশীরাও

১১:৩০ : টিসিএল ইলেক্ট্রনিক্স তাদের স্টলের সামনে বসিয়েছে বাতাসচালিত পুতুল ও দোলনা। তাই এখানে শিশুদের ভিড় বেশি। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শিশুরা এখানকার দোলনায় একটু দোল খেয়ে যেতে ভুল করে না। ইতিমধ্যে মেলায় ভিড় জমেছে। প্রতিটি দোকানেই ক্রেতাদের ভিড়। কিন্তু কেনার মানুষ নেই। রাজশাহী সিল্কের বিকাশ বললেন, মেলায় মানুষ হাঁটে আর দেখে, কেনে না। বেচাকেনার দশা খুবই খারাপ। এই যে মেলায় এত মানুষ দেখেন না, তারা কিনতে আসে না। আসে দেখতে। বিক্রয়কর্মী বিকাশের কথার সমর্থন পাওয়া গেল দর্শনার্থী শাহানাজ মোর্শেদের কথায়। আপাতত দেখে যাই। মেলা তো আজই শেষ না, পরে বুঝেশুনে কিনব।

১২:০০ : ক্রেতারা কিনুক আর না-ই নিকুক, প্রতিটি স্টলেই দারুণ ভিড়। তবে ভিড়টা সবচেয়ে বেশি চুড়ি, দুল আর অলঙ্কারের স্টলগুলোতে। এখানকার সব দর্শনার্থী নারী। নানা ঢঙের নানা নকশার গয়না নেড়েচেড়ে, পরখ করে বেছে নিচ্ছেন তারা। ইডেন কলেজের নুসরাত মেলায় এসেছেন, মায়ের সঙ্গে। দুজনেই অনেক কেনাকাটা করে মেলার মাঠে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। তারা জানালেন, মেলায় এলে কেনাকাটায় তেমন লাভ নেই। তবে প্রতি বছরই কিনি তো, তাই। সারাদিন তারা এখানেই থাকবেন বলে জানালেন। এখানেই দেখা হলো মিরপুরের রায়হান-সোমা দম্পতির সঙ্গে। মাঠে চাদর বিছিয়ে সোমা শিশু আর দেবরকে নিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেন, স্বামী রায়হান সরকারি চাকরি করেন, বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয় না খুব একটা। তাই মেলার মাঝামাঝি সময়ে প্রতিবছর আসেন। সারাদিন বেড়ান, কেনাকাটা করেন। তিনি জানালেন, বাসা থেকে খাবার নিয়ে এসেছেন। মেলাতেই সারবেন দুপুরের খাবার।

১২:৩০ : দর্শকদের চোখকে শান্তি দিতে এশিয়া টেক্সটাইল তাদের প্যাভিলিয়নের পাশেই তৈরি করেছে রঙিন পানির ফোয়ারা। উৎসুক দর্শনার্থীদের দেখা গেল আগ্রহ নিয়ে ফোয়ারার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। কেউ কেউ নানা ঢঙে ছবিও তুলছেন। ছবি তুলছিলেন শামিম আর নাসরিন। তারা রংপুর থেকে এসেছেন। জানা গেল দুজন দুজনকে ভালোবাসে। মোবাইল ফোনে শামীম প্রেমিকার ছবি তোলায় ব্যস্ত।

১:০০ : মেলায় ক্রোকারিজ সামগ্রীর বিক্রেতারা সাড়া ফেলেছে ফ্রি'র অফার দিয়ে। ক্রোকারিজের স্টল ঘুরে দেখা গেল একটি কোম্পানির মাইক্রোওয়েভ ওভেন কিনলে সর্বোচ্চ ২৫টির মতো ফ্রি গিফট আইটেম দেয়ার ঘোষণা দিয়ে ক্রেতা টানা হচ্ছে। ওই সব স্টলে কর্মরত বিক্রয়কর্মীরা জানালেন, এ উদ্যোগ প্রচারের জন্য। বিক্রয়কর্মী বশির বললেন, লাভ-ক্ষতির কথা বলা যাবে না। বিশেষ ব্যবস্থায় ফ্রি আইটেম দিচ্ছি। তবে ক্রেতাদের আকর্ষণ করতে পারেনি এই ফ্রি ব্যবস্থা। শ্যামলীর মোজাম্মেল হোসেন বললেন, ক্রেতাদের ঠকানোর ফন্দি। একটা কিনলে ২৫টা ফ্রি! ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু না। বাড়িতে নিলে ওভেন আর চলবে না। ফ্রি ফিরিস্তি এখানেই শেষ নয়। ফ্রি আছে আরও। একটি ম্যাটাডোর ব্রাশ কিনলে একটি কলম ফ্রি। ছয়টি শেভিং রেজর কিনলে আরও ছয়টি ফ্রি। দুটি থ্রি-পিস কিনলে সঙ্গে আরেকটি ফ্রি। ৩০ টাকার পণ্য কিনলে হাতে মেহেদি আঁকা ফ্রি! ইত্যাদি ... ইত্যাদি ...।

১:৩০ : ফ্রি'র ফিরিস্তি শুনে দর্শনার্থীরা ওই সব স্টলে ভিড় জমালেও পণ্য কেনার মানুষ খুবই কম। ফ্রির যন্ত্রণার সঙ্গে মেলায় যুক্ত হয়েছে আরও নানা যন্ত্রণা। মাইকের বিরামহীন আওয়াজে কথা বলা তো দূরের, কারো কথা শোনা পর্যন্ত যায় না। আরিফা রহমান নামে একজন বিরক্ত হয়ে বললেন, এত জোরে সারাক্ষণ মাইক চালালে কে না বিরক্ত হয়! কান বন্ধ হয়ে যাবার পালা।

২:০০ : এবার দেখা যাক মেলার বাইরের পরিস্থিতি। বাণিজ্য মেলার প্রধান গেট থেকে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য। জোয়ারের মতো লোক আসছে মেলার দিকে। প্রবেশ পথের দুই পাশে ৫টি করে ১০টি টিকেট বুথ। ভলান্টিয়াররা দর্শনার্থীদের সারিবদ্ধ করে বুথে পাঠাচ্ছে। মাঝে মাঝে মাইকে বলছে বাঁ দিকে আসুন– এদিকে টিকেট পাওয়া যাবে। প্লিজ ভিড় করবেন না। মেলা আয়োজক কমিটির এ ব্যবস্থা সব দর্শনার্থীর মন কেড়েছে।

২:৩০ : চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের গেটে মহাযানজট। রিকশা, বেবিট্যাক্সি, ট্যাক্সিক্যাব, প্রাইভেটকারের প্রচণ্ড ভিড়। পাশের ফুটপাতও লোকে লোকারণ্য। এখানেই দেখা গেল একজন

হাতে রসিদ নিয়ে টাকা আদায় করছে সিএনজি ও প্রাইভেটকার থেকে। জানলাম মেলার গেট পর্যন্ত এসব গাড়ি যাবে। তবে দশ টাকা করে দিতে হবে। যতবার প্রবেশ করবে ততবার দশ টাকা। বেবিট্যাক্সি চালক ইমরান জানান, মেলায় ঢুকলে লাভ আছে। মেলাও দেখা হলো, আবার যাত্রীও পাওয়া গেল। আর মেলা উপলক্ষে ভাড়া একটু বেশি নিই। এখানে কোনও গাড়ি পাবেন না। তাই বেশি নিচ্ছি। তবে খুব বেশি না, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি।

মেলার বাইরে : শেকৃবি-র প্রাচীরের উপর জমে ওঠেছে খাবারের দোকান

৩:০০ : এখন মেলায় ঢুকতে খবর আছে। হাঁটতে হবে না। কাউন্টার থেকে টিকেট নিয়ে লাইনে দাঁড়ালেই হলো। মানুষের ধাক্কা খেতে খেতে কখন যে মেলায় ঢুকে পড়বেন টেরই পাবেন না। আর পড়বেন গিয়ে জায়গামতো। প্রবেশ পথের সামনেই মেলার ম্যাপ। কোনদিকে যাবেন। কিন্তু এ সময় ম্যাপে দৃষ্টি দেয়ার সুযোগ নেই। মানুষের ধাক্কায় স্বস্তি মেলে মেলার মাঝখানে, টিসিএল প্যাভিলিয়নের সামনে। একটু ফাঁকা জায়গা। টিসিএল প্যাভিলিয়নে প্রচুর ভিড়। ভিড় অতিক্রম করে কোনওমতে ঢুকলাম। এখানে যে বিষয়টি দেখা গেল, তা হলো অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স কোম্পানির চেয়ে এখানে দাম অনেকটা কম। মেলা উপলক্ষে প্রতিটি পণ্যের মূল্য কমিয়েছে এক থেকে দেড় হাজার টাকা। ক্রেতারা কিনুক আর না-ই কিনুক, মেলা ঘুরে দামের কথা শুনেই স্বস্তি।

৩:৩০ : দুপুর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মেলায় দর্শনার্থী বাড়তে থাকে। পাকিস্তান প্যাভিলিয়নের সামনে এসে একজন বলছেন, বাংলাদেশ-পাকিস্তান কি ভাই ভাই হয়ে গেল নাকি? আরেকজন বললেন, 'এটা কি এত সহজ, পঞ্চাশ না হওয়ার আগেই ইতিহাস ভুইলা যাইব। মুক্তিযোদ্ধারা এহোনও বাইচা আছে।' বাণিজ্য মেলায় পাকিস্তানের প্যাভিলিয়ন ৩টি। প্যাভিলিয়নের চারপাশে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পতাকা। এটা দেখে অনেকেই এ ধরনের মন্তব্য করেছে। পাকিস্তানের প্যাভিলিয়নে ঢোকা গেলেও ইরানি প্যাভিলিয়নে যাওয়ার উপায় নেই। বিশেষ করে ইরানি গহনার দোকানগুলোতে প্রচুর ভিড়।

৪:০০ : ইউনিলিভারের প্যাভিলিয়নে চলছে পন্ডস্ ফ্রি ফেসিয়াল। সারাদিনের ক্লান্তি শেষে নিজেকে একটু সতেজ করতে নারীরা ভিড় জমাচ্ছেন এখানে। প্যাভিলিয়নে ঢুকতে লম্বা লাইন। নাম রেজিস্ট্রেশন করে স্লিপ হাতে নিয়ে সিরিয়ালে দাঁড়াতে হচ্ছে সবাইকে। ভেতরে দুজন বিউটিশিয়ান ফেসিয়াল করছেন। ফেসিয়াল তো হলো। এবার সাজবেন কোথায়? পাশেই ল্যাক্মির ফ্রি মেকআপ বুথ। এ সুযোগও

জমজমাট মেলার খাবারের দোকানগুলো

হাতছাড়া করছে না কেউ।

ভিআইপি গেটের সামনেই ব্র্যাক ব্যাংকের স্টল। মেলায় কেনাকাটা করতে করতে অনেকেরই পকেট খালি। তাই টাকা তোলার জন্য ব্র্যাক ব্যাংক বুথের কাছে লম্বা লাইন। অন্যদিকে মেলা উপলক্ষে ব্র্যাক ব্যাংক ২ হাজার টাকায় সঞ্চয় হিসাব খোলার অফার দিয়েছে। এছাড়াও এখানে দেয়া হচ্ছে এসএমএস ও ফোন সার্ভিস। ভিড় জমতে শুরু করেছে হামদর্দ ল্যাবরেটরিজের স্টলে। ফ্রি চিকিৎসা নেয়ার জন্য অনেকেই আসছে। পঞ্চাশোর্ধ্ব হাফিজ আহম্মেদ বললেন, মেলায় আসছি ঘোরার জন্য। ফ্রি চিকিৎসা যখন পেয়েই গেলাম তাই নিচ্ছি।

৪:৩০ : বাংলালিংক প্যাভিলিয়ন। চারপাশে দর্শনার্থীদের লম্বা লাইন। কারণ একটাই, এখান থেকে সরাসরি ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হচ্ছে। বাংলালিংকের বিভিন্ন ধরনের সিম সংযোগের সঙ্গে দিচ্ছে নানা অফার। ভিড় সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে প্যাভিলিয়নের কর্মীরা। প্যাভিলিয়নের সুপারভাইজার আহম্মেদ ইকবাল জানান, আগে বাংলালিংক সম্পর্কে আমাদের ব্যাপক প্রচার করতে হতো। এখন করতে হয় না। গ্রাহকরা নিজে থেকেই আসে। এ দৃশ্য প্রায় প্রতিটি ফোনের প্যাভিলিয়নেই। মেলার ভিআইপি গেটে মেলা আয়োজক কমিটির অফিস। এখানে কথা হয় আয়োজক কমিটির মুখপাত্র রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর উপ-পরিচালক নাজমুল আহসান মজুমদারের সঙ্গে। তিনি জানান, এ বছর বাণিজ্য মেলায় ৩৯৫টি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে আছে বাইরের সাতটি দেশের ১৫টি প্রতিষ্ঠান। দেশগুলো হলো ভারত, পাকিস্তান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ইউএসএ, জাপান ও তুরস্ক।

পৌনে ৫টার দিকে মেলার মাঝখানে কৌতূহলী মানুষের ভিড় দেখা গেল। এগিয়ে গেলাম। দেখা গেল মেলার সিকিউরিটি গার্ডরা ৮-১২ বছর বয়সী ১৪-১৫ জন টোকাইকে এক রশিতে বেঁধে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে মেলার সচিবালয়ের দিকে। এক সিকিউরিটি গার্ড জানাল, 'স্যার, আর বইলেন না। বদমাইশের বাচ্চাগুলান দোকান থেইক্যা ফুরুত কইর‍্যা চুরি কইর‍্যা পালাইয়া যায়। ওগো নিয়া বাইন্ধা রাখুম।' আগে হাতগুলো বাঁধা ছিল পাটের দড়ি দিয়ে। বাচ্চাগুলোর কেউ কেউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। কেউ আবার হাসছে। অন্য এক গার্ড নাইলনের দড়ি দিয়ে ওদের হাত বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'না না, ছবি তুইলেন না, অসুবিধা আছে।'

৫:০০ : মেলায় দর্শনার্থীদের যখন পা আর চলে না, তখন তাদের ভিড় করতে দেখা গেছে মেলার খাবারের দোকানগুলোতে। খাবারের দাম আকাশছোঁয়া। ফুচকা অর্ধেক প্লেট ৫০ টাকা। কী আর করা, বাধ্য হয়ে তাই খাচ্ছে অনেকে। অনেককে বিরক্ত হয়ে ফিরে যেতে দেখা গেল। তবে প্রেমিকরাই এ ফাঁদে পড়ছে বেশি। প্রেমিকাকে নিয়ে মেলায় ঘুরতে এসে স্বভাবতই কিছু খাওয়াতে হয়। একজন দর্শনার্থী এ ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, 'ভাই এত দাম কোনও হানে দেহি নাই, ক্যান যে খাইতে বইলাম। খাওয়া শ্যাষে বিল দেহি ১৫০ টাকা।'

সন্ধ্যা ৬:০০ : মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলগুলোর টাকা-পয়সার নিরাপত্তার জন্য আছে কয়েকটি ব্যাংক। এই ব্যাংকগুলোর ব্যবসায়িক মুনাফা না হলেও ব্যবসায়ীদের আর্থিক লেনদেনে নিশ্চয়তা প্রদানই মূল উদ্দেশ্য। সকাল ১০টা থেকে শুরু করে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে তাদের ননস্টপ সার্ভিস। সার্ভিস বললে ভুল হবে, তারচেয়ে স্টলগুলোর বেচাবিক্রির টাকা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা নেয়া বলাটাই সংগত। এবারের মেলায় সোনালী এবং জনতা ব্যাংক এ ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে। এছাড়াও বেসরকারি প্রাইম ব্যাংকও প্রচারণার জন্য মেলায় অংশ নিয়েছে। জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম জানান, 'দুই দফা বন্যা, পাহাড়ধস, সিডরে আক্রান্ত হওয়ার পরও মেলায় লোকসমাগম আমাদের প্রত্যাশাকে ছেড়ে গেছে। কে কত টাকার পণ্য কিনল এটা বড় কথা নয়। এবারের মেলায় লোকসমাগম অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। শুক্র ও শনিবার মেলায় থাকে উপচেপড়া ভিড়। তিনি আরও জানান, 'আমাদের ব্যাংকে এবারের মেলায় এক দিনে

সর্বোচ্চ একচল্লিশ লাখ টাকা জমা পড়েছে।'

৬:৩০ : প্যাভিলিয়ন নং-১১। আরএফএল সামগ্রীর বিশাল সমারোহ। প্লাস্টিক, ইস্পাতসহ হরেক আইটেম। প্লাস্টিক পণ্যের কাছেই যত ভিড়। এক নবদম্পতিকে দেখা গেল প্লাস্টিক পণ্য কিনে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা কর্নারে জড়ো করছেন। আরএফএল সামগ্রীতে ছিল ফ্রির অফার– ১০০ টাকার পণ্যে ১টি ৫০০ মিলি মগ ফ্রি। ১০০০ টাকার পণ্যের সঙ্গে ১টি শর্ট টুল ফ্রি, ৩০০০ টাকার পণ্যের সঙ্গে ১টি কর্নার র‍্যাক ফ্রি। গৃহিণীরা এতসব ফ্রির অফারকে ফ্রি মনে ছেড়েই বা দেবেন কেন? তাই তো ঝটপট কেনাকাটা। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মী ইউসুফ জানায়, আরএফএল পাম্প বা যন্ত্রসামগ্রীর চেয়ে প্লাস্টিক পণ্যের বিক্রি অনেক বেশি।

মেলার সামনে অতিরিক্ত ভাড়ার লোভে সিএনজি চালকদের জটলা

সন্ধ্যা ৭.০০ : মেলার প্রধান ফটকের কাছেই ইউনিলিভার বাংলাদেশের প্যাভিলিয়ন। একটু দূরে সিমেন্স মোবাইলের প্যাভিলিয়ন। দুই জায়গাতেই প্রচুর মানুষ। ইউনিলিভারে সারিবদ্ধভাবে

'তিনি'ও কি পোশাক পছন্দ করছেন!

বাংলালিংক প্যাভিলিয়নে গ্রাহকদের ভিড়

দর্শনার্থীরা ঢুকছে। শ'তিনেক লোকের লাইন। কৌতূহলী একজনকে দেখা গেল বের হয়েই আবার লাইন ধরছেন। চাপা কণ্ঠে বলছেন, 'আবার ঢুকুম। সবাই কী দেখে সেটাই দেখুম। প্যাভিলিয়ন দুটোতে বেশ কজন সুন্দরী তরুণী বিক্রয়কর্মী দর্শনার্থীদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

৭:৩০ মিনিট : ঘুরতে ঘুরতে ১১ নম্বর স্টলে এসে ঢুকেছি। মেসার্স ফেনী ট্রেডার্সে বিভিন্ন পণ্যের মধ্যে মধু ও কালিজিরার তেলের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে ৩৩০ টাকা কেজির মধুতে ৫০ টাকা ছাড়। ১২০ টাকা বোতল কালিজিরার তেলের দাম মাত্র ১০০ টাকা। তবুও ক্রেতা কম। স্টলের সামনের দর্শনার্থীদের হাতে মধুর গুণাগুণের সাফাই লেখা একটা লিফলেট ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। কথা বললাম বিক্রয়কর্মী সোহেলের সঙ্গে। সোহেল এক নিঃশ্বাসে মধুর শক্তিগুণ বয়ান করল। মধু কোন বয়সী ক্রেতার পছন্দ? মুখে হাসির ঝিলিক দিয়ে সে জানাল, 'বুড়ো বয়সের লোকেরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য কেনে। তবে কালিজিরার তেল কেনার কোনও বয়স নেই। কারণ এটা সর্বব্যথার মালিশ।'

রাত ৮.০০ : 'একসেট থ্রিপিস ১৮০ টাকা। তিন সেট মাত্র ৪৫০ টাকা'– এই অফারের ব্যানার টানিয়ে মেলায় স্টল দিয়েছে রং বেরং টেক্সটাইল। স্বল্পআয়ের এমনকি অভিজাত ক্রেতারাও ঢুকছেন। কিন্তু হতাশ হয়ে বের হতে দেখা গেল অনেককে। কৌতূহল নিয়ে ঢুকলাম। এ কী কাণ্ড। রঙের চেয়ে বেরংই বেশি। ১৮০ টাকার থ্রিপিস কোথায়? স্টলের এক কোণায় পড়ে আছে ১৮০ টাকা দামের থ্রিপিসগুলো। আর অন্য পাশে অতিমাত্রার আলোতে আলোকিত করে রাখা হয়েছে ৬০০, ৮৫০, ১১০০ দামের থ্রিপিস। বোঝা গেল, ব্যানারটা ছিল দর্শনার্থী আকৃষ্ট করার কৌশল মাত্র। মাঝবয়সী এক ভদ্রমহিলাকে বের হতে হতে বলতে শোনা গেল, '৩০০ টাকার থ্রিপিসে ৬০০ টাকা লিখ্যা রাখছে।'

৮.২০ : স্টল-৩৩। ওয়েলকাম কসমেটিকস অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেডের স্টল। ৪/৫জন কর্মী গণহারে ছোট আকারে হ্যান্ডবিল বিলাচ্ছে। কাগজে যদিও লেখা এক-দুই সপ্তাহে মেছতা নির্মূল। কিন্তু বিক্রয়কর্মীরা ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলছেন, মাত্র ১০ দিনেই মেছতার বংশ শেষ। বিক্রয়কর্মী সবুজের কাছে জানতে চাইলাম কোনটা সত্য? সবুজের ঝটপট ঘোষণা– ১০ দিনেরটাই সত্য। দাম ৩৫০ টাকা। মেলা উপলক্ষে ৩০ টাকা বাদ, ৩২০ টাকা। সর্বব্যথানাশকারী এক বিশেষ তরল ওষুধের দাম মাত্র ১০০ টাকা। অন্য এক বিক্রয়কর্মীকে বললাম, বিএসটিআইর সিল নেই কেন? এ প্রশ্নে বিক্রেতার ভাষ্য, মেডিকেল কসমেটিকসে বিএসটিআইর সিল থাকে না। ড্রাগের সিল থাকে। আমাদের কাগজপত্র আছে। রাতের বেলা দেখা গেল রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কর্মীরা মেলায় স্টল খুলে স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচি চালাচ্ছেন। দিনে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কোনও কার্যক্রম ছিল না। প্লাস্টিকের চেয়ারগুলো শিকল বেঁধে একটা টেবিলের উপর তালা মেরে রাখা হয়েছিল। সামনেই একটা কাগজে কেউ 'জরুরি রক্ত চাই'-এর বিজ্ঞপ্তি টানিয়ে রেখেছেন। জরুরি রক্ত প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ এবি পজেটিভ। একজনকে দেখা গেল রক্ত দিচ্ছেন।

৯.০০ : শীত শীত লাগছে। দর্শনার্থীরা মেলায় ঢোকার চেয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন চলে যাওয়ার জন্য। হয়তো বা পকেটও সমর্থন যোগাচ্ছে তাতে। কিন্তু কীভাবে যাবেন? সমস্যা এখানেও আছে। যাদের নিজস্ব গাড়ি আছে তারা বেঁচে গেছেন। কিন্তু যাদের গাড়ি নেই তারা পড়ছেন সিএনজি বা ট্যাক্সি চালকদের বাড়াবাড়ির মুখে। চালকরা ৫০ টাকার পথ ১২০-১৩০ টাকায়ও যাবেন না। কত শত অজুহাত তাদের। এক রিকশাওয়ালা এক কিলোমিটারের পথ ফার্মগেট যেতেই হাঁকছেন ৪০ টাকা।

১০.০০ : কিছুক্ষণ পরেই আজকের মতো বন্ধ হয়ে যাবে বাণিজ্য মেলার বিজ্ঞাপন প্রচার। মেলার সচিবালয়ের পাশেই বিজ্ঞাপন বুথ। মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্যের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে নকশী ও প্রিয়ন্তি কনসোর্টিয়াম অ্যাডফার্ম। প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে কন্টাক্ট করে সাউন্ড বক্সে বিজ্ঞাপন দেয়া হচ্ছে। এখানকার ক্লায়েন্ট সার্ভিস ম্যানেজার এইচ আহম্মেদ জানান, ৪০টি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। প্রতিঘণ্টায় একেকটি প্রতিষ্ঠান ১ থেকে ৫ মিনিট পর্যন্ত সময় পাচ্ছে প্রচারের জন্য। সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত চলে তাদের বিজ্ঞাপন সম্প্রচার।

১১.০০ : মেলার মাঠ অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেছে। ব্যবসায়ীরাও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান বন্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ ইতিমধ্যে করেও ফেলেছে। রাত ১১টায়ও দেখা গেল পেছনের এবং সামনের গেটে ভিড় লেগে আছে।